কর্মকর্তাসহ ৪৬ পুলিশের বিরুদ্ধে জেলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রীর আদালতে মামলা

ভোলা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আরমান হোসেনসহ ৪৬ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা মামলা দায়ের করেছে নিহত ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নিহত নুরে আলমের স্ত্রী ইফাত জাহান সিফাত।

বৃহস্পতিবার (১১ আগস্ট) দুপুরে ভোলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ মামলা দায়ের করেন তিনি।

ভোলা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক তথ্যের নিশ্চিত করেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আমিরুল ইসলাম বাসেত জানান, নিহত ভোলা জেলা ছাত্রদল সভাপতি নিহত নুরে আলমের স্ত্রী ইফাত জাহান সিফাত বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার ভোলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪৬ জনের বিরুদ্ধে এ হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আদালত আগামী ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব তথ্য প্রমাণাদি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার অভিযোগে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে ভোলা জেলা বিএনপি। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সদর রোডে যাওয়ার সময় পুলিশ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী এবং ১০ পুলিশ সদস্য আহত হয়। ওইদিন আব্দুর রহিম নামে এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহত হন। গত ৩ আগস্ট ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ঘটনায় গুরুতর আহত জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নুরে আলম মারা যান।

৬ আগষ্ট থেকে ডিজেল ও কেরোসিন ১১৪টাকা, অকটেন ১৩৫, পেট্রল ১৩০ টাকা লিটার

ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ৩৪ টাকা বেড়ে হয়েছে ১১৪ টাকা। যা আগে ছিল প্রতি লিটারের দাম ৮০ টাকা। আজ রাত ১২টার পর থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে। এছাড়া অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

আজ শুক্রবার রাতে জ্বালানি বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈশ্বিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ই আর এল)-এ পরিশোধিত এবং আমদানি/ক্রয়কৃত ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের মূল্য সমন্বয় করে ভোক্তা পর্যায় নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

আজ শুক্রবার (৫ আগস্ট) রাত ১২টার পর থেকে ডিপোর ৪০ কিলোমিটারের ভেতর ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্য ডিজেল ১১৪ টাকা/ লিটার, কেরোসিন ১১৪ টাকা/ লিটার, অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, জনবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় আমজনতার স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। যতদিন সম্ভব ছিল ততদিন সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির চিন্তা করে নাই। অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকটা নিরুপায় হয়েই কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে হচ্ছে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য কমিয়ে দিয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সে অনুযায়ী জ্বালানি তেলের মূল্য পুনঃবিবেচনা করা হবে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের উর্ধ্বগতির কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ সহ বিভিন্ন দেশে নিয়মিত তেলের মূল্য সমন্বয় করে থাকে। ভারত গত ২২ মে থেকে কলকাতায় ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটার ৯২.৭৬ রুপি এবং

পেট্রল লিটার প্রতি ১০৬.০৩ রুপি নির্ধারণ করেছে যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এই মূল্য বাংলাদেশি টাকায় যথাক্রমে ১১৪.০৯ টাকা এবং ১৩০.৪২ টাকা। (১ রুপি = গড় ১.২৩ টাকা)। অর্থাৎ বাংলাদেশে কলকাতার তুলনায় ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ৩৪.০৯ এবং পেট্রল লিটার প্রতি ৪৪.৪২ টাকা কমে বিক্রয় হচ্ছিল। মূল্য কম থাকায় তেল পাচার হওয়ার আশঙ্কা থেকেও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সময়ের দাবি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিগত ছয় মাসে (ফেব্রুয়ারি ২২ থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত) জ্বালানি তেল বিক্রয়ে (সকল পণ্য) ৮০১৪.৫১ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। বর্তমানে, আন্তর্জাতিক তেলের বাজার পরিস্থিতির কারণে বিপিসির আমদানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখাতে যৌক্তিক মূল্য সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

কয়রায় কপোতাক্ষ নদের ভেঙে যাওয়া বেড়িবাঁধ সেচ্ছাশ্রমে মেরামত

খুলনার কয়রা উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশির পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৪/১ পোল্ডারে কপোতাক্ষ নদের ভেঙে যাওয়া ৩শ মিটার বেড়িবাঁধ সোমবার হাজার হাজার মানুষ সেচ্ছাশ্রমে রিং বাঁধ দিয়ে মেরামত সম্পন্ন করেছে।

গত রোববার ভোরে হঠাৎ করে বেড়িবাঁধ টি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩টি গ্রাম প্লাবিত হয়ে মানুষের বসতবাড়ি, মাছের ঘের ও ক্ষেতখামার তলিয়ে যায়। পরদিন এলাকার হাজার হাজার মানুষ সেচ্ছাশ্রমে সকাল থেকে দুপর পর্যন্ত মাটির কাজ করে রিংবাঁধ নির্মান করে লোনা পানি আটকিয়ে দেয়।

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য এড. সোহরাব আলী সানা, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ এসএম শফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ

বিশ্বাস, পাউবোর সেকশন কর্মকর্তা মশিউল আবেদীন, নাঈম ইসলাম, দক্ষিণ বেদকাশি ইউপি চেয়ারম্যান আছের আলী মোড়ল, গাবুরা ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ মাসুদুল আলম, সাবেক চেয়ারম্যান জিএম কবি শামছুর রহমান, এড. মঞ্জুরুল আলম নান্নু, প্যানেল চেয়ারম্যান আবু ছালাম খান, মেম্বর মোজাফফার শিকারী, তন্ময় সরকার, দিদারুল ইসলাম, আবু বকর, প্রশান্ত কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পাউবোর সেকশন কর্মকর্তা মশিউল আবেদীন জানান, ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ মেরামতে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় বাঁশ, বস্তা, রশি, পেরেক, বল্লী সহ অন্যন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে। বাঁধটি মেরামতের পর এলাকার মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা যায়।

রাত ৮টার পর মার্কেট-দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাত ৮টার পর সারা দেশে দোকান, শপিংমল, মার্কেট, বিপণি বিতান, কাঁচা বাজার খোলা না রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মো. আহসান কিবরিয়া সিদ্দিকের সই করা চিঠিতে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী জ্বালানির অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধিজনিত বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১১৪ ধারার বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালনপূর্বক সারা দেশে রাত ৮টার পর দোকান, শপিংমল, মার্কেট, বিপণি বিতান, কাঁচা বাজার ইত্যাদি খোলা না রাখার বিষয়টি যথাযথভাবে নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। চিঠিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়,

দপ্তরসহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পদ্মা সেতুতে সুবিধা পাবে মেহেরপুরের সব্জি ও কৃষি পণ্য

পদ্মা সেতু খুলে দেওয়াকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত মেহেরপুরের কৃষক ও কৃষির সাথে জড়িত ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। সেতু চালু হওয়ার পর এ জেলার কৃষিক্ষেত্রে আনবে কৃষি বিপ্লব। জেলার কৃষক ও কৃষি পণ্য ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হবে।

কৃষি সমৃদ্ধ জেলা মেহেরপুর থেকে সহজেই ঢাকা পৌঁছে যাবে যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাক। সারাদেশের সঙ্গে বিশেষ করে চিটাগাং সিলেটসহ দ্রুত যোগাযোগ হবে। আর ওই সব অঞ্চলের মানুষের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে। ভাল যোগাযোগের ফলে মেহেরপুর বাসির ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুলবে নতুন দুয়ার। উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত হবে জেলার মানুষ। জেলাবাসির জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে পদ্মা সেতু। এছাড়াও পদ্মা সেতুর কারণে দির্ঘদিনের আরিচা ঘাটের জ্যাম থেকেও মুক্তি পাবে এ এলাকার মানুষ। বিশেষজ্ঞরা জানান, মেহেরপুর জেলার জেলার কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন।এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে কৃষি ও পরিবহন খাত।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলার শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বলেন, পদ্মা সেতুর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসবে অভাবনীয় সাফল্য। মেহেরপুর জেলা থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার সাথেই সরাসরি বাড়বে যোগাযোগ। ফলে ঢাকা, চিটাগাং, সিলেটসহ অন্যান্য জেলার ক্রেতারা এ জেলার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কৃষি পণ্য কিনবেন। যার ফলে কৃষকরা লাভবান হবেন আগের তুলনায় বেশী। এক শ্রেনীর মধ্যস্বত্বভোগীরা আমাদের কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে পণ্য কিনে নিয়ে যায়। যখন কৃষকরা সরাসরি মুল কৃষি মার্কেটের সাথে সম্পৃক্ত হবেন তখন তারা দামটাও ভাল পাবেন। তিনি আরও বলেন, উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত হবে মেহেরপুর জেলাসহ দক্ষিণ-

পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। মানুষের জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে পদ্মা সেতু। তিনি বলেন, কৃষকদের কাছ থেকে পাইকাররা সরাসরি কাঁচা মাল কিনে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছেন। এর ফলে আমাদের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মধ্যস্বত্বভোগীরা ভোগ করছেন কৃষকের উৎপাদিত ফসলের লাভ। পদ্মা সেতু চাল হলে কৃষকরা যেমন লাভবান হবেন ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন। বিশেষ করে কৃষকরা ইচ্ছে করলে নিজেরাই খুব সহজেই দেশের বড় বড় মার্কেটগুলোতে নিজেদের সব্জী বিক্রি করতে পারবেন।

মেহেরপুর ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, পদ্মা সেতুকে ঘিরে জেলার মানুষের ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দুয়ার খুলবে। এটা আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ হলে এলাকার সব্জী ফসল সঠিক সময়ে ঢাকা, চিটাগাংসহ অন্যান্য জেলাতে দ্রুত পৌছে যাবে। তিনি বলেন, এতদিন ফেরি পারাপার হয়ে ঢাকায় যেতে পাটুরিয়া ঘাটে জ্যামে পড়ে দিনের পর দিন সেখানে অপেক্ষা করতে হতো। সব্জী পচে যাওয়ায় অনেক সময় কৃষক বা ফঁড়িয়া ব্যবসায়ীরা আমাদের ট্রাকের ভাড়া দিতে চাইতো না। ফেরি পারাপারে দেরী হওয়ার ফলে সঠিক সময়ে তারা বাজার ধরতে পারতো না। তাই ব্যবসায়ীরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। পদ্মা সেতু চালু হলে শুধু কৃষকরাই নয় আর্থিকভাবে পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন।

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোহা: হানিফ উদ্দীন বলেন, পদ্মা সেতু আমাদের জেলার কৃষকদের জন্য নতুন দিগন্তের দার খুলবে। আমরা এতদিন কাঁচামাল নিয়ে পাটুরিয়া ফেরি ঘাটে যে জ্যামের শিকার হতাম, সেটা দুর হবে। সেতুটি খুলে দেওয়ার সাথে সাথে যশোর, বেনাপোল, খুলনাসহ ওই এলাকার গাড়িগুলো সরাসরি সেতু হয়ে যাবে। তখন পাটুরিয়া ঘাটে জ্যামটাও কেটে যাবে। আমাদের গাড়িগুলোর ফেরি সুবিধাও বাড়বে এছাড়া আমরা সেতু হয়ে সরাসরি ঢাকা চিটাগাং, সিলেট বা অন্যান্য জেলাতে কৃষি পণ্যগুলো নিয়ে যেতে পারবো। তিনি বলেন মেহেরপুর জেলা থেকে সাধারণত, কাঁচা মরিচ, সীম, বেগুন, আলু, পটল, কচু, শসা, আম, কাঁঠালসহ বিভিন্ন ধরণের শাকসব্জি যায়। সেতুটির কারণে আমাদের জেলার মানুষ সরাসরি এবং সহজেই ঢাকাতে পৌছাতে পারবে।

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের সব্জি চাষী মহিবুল ইসলাম ও তহসেন আলী বলেন, সারা বছরই এ গ্রামের কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের সব্জি, তরমুজ ও বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্য উৎপাদন করে থাকেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারণে এতদিন মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে জিম্মি ছিলেন এলাকার শত শত সব্জী চাষী। তারা বলেন, পাইকাররা আমাদের জমি থেকেই সরাসরি সব্জিসহ অন্যান্য ফসল কিনে নিয়ে যেতো। তাতে আমাদের লাভ কম হতো। নিজেরা ঢাকাতে সব্জী নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেও ফেরি ঘাটের জ্যামের কারণে অনেক সময় সব্জী নিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতো। যে কারণে অনেকেই ঝুঁকি নিতে চাননা। পদ্মা সেতু চালু হলে আমাদের ফসল আমরা নিজেরাই ঢাকা শহর বা চিটাগাং ও সিলেটে নিয়ে যাবো। মাঠে ফসল ফলাই আমরা সাধারণ কৃষক আর মাঝখানে লাভ করে মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, পদ্ম সেতু সারা বাংলাদেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় দিগন্ত উন্মেচন করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। পদ্মা সেতুর কারণে, মেহেরপুরের সব্জি, ধান, পাটসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই যুক্ত হবে জাতীয় অর্থনীতির সাথে। ফলে মেহেরপুর জেলার কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে।

তিনি বলেন, মেহেরপুরে রয়েছে ফসল চাষের বিস্তীর্ণ জমি। শাকসবজি ও আম, কাঁঠাল উৎপাদনের জন্য এসব জমি খুব উপযোগী। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত হবে। যে কারণে ফসলের পচনশীলতা হ্রাস পাবে। কৃষকরা ভাল লাভ পেলে বিভিন্ন শাকসবজি এবং বিশেষ করে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ ও রসুনের উৎপাদন বাড়বে জেলায়। এতদিন উৎপাদিত পণ্য বিপণনের দুর্ভোগ ছিল। এসব কারণে ওই অঞ্চলে শস্য নিবিড়তা অপেক্ষাকৃত কম। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ অঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের অভিপ্রায় সফল হবে। নতুন প্রযুক্তি ধারণ ত্বরান্বিত হবে। দ্রুত বেড়ে যাবে শস্যের উৎপাদন। গড়ে উঠবে কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা। তাতে মানুষের কর্মসংস্থান হবে, বাড়বে আয়। এ জেলায় পাটচাষেও কৃষকদের আগ্রহ বাড়বে। বাড়বে উৎপাদন। গড়ে উঠবে পাটভিত্তিক শিল্প কলকারখানাও।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান মন্ত্রীর কাছে দাবী করেন, পদ্মা সেতুর পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের। দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ঘাটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মিত হলে রাজবাড়ি, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধমে উন্নিত সাধিত হবে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ইতিবৃত্ত

১৯৯৯ সালে প্রাক–সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের সূত্রপাত হয়। ২০০৫ সালে সমীক্ষা শেষে পরের বছর ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়।

এর মধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্পের একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করে এতে মোট ব্যয় ধরা হয় ৮ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। ২০০৫ সালের ১৯ অক্টোবর ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। তবে তখনকার সরকার ডিপিপি অনুমোদন করে যেতে পারেনি। এরপর বিশদ নকশা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে ২০০৭ সালে দরপত্র আহ্বান করেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ওই বছর আগস্টে পদ্মা সেতু নির্মাণে একটি ডিপিপি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন পায়। এতে ব্যয় ধরা হয় ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। ডিপিপিতে ২০১৫ সালের মধ্যে সেতু নির্মাণের লক্ষ্য ঠিক করা হয়।

২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২২ দিনের মাথায় পদ্মা সেতুর পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরির জন্য নিউজিল্যান্ডভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মনসেল এইকমকে নিয়োগ দেওয়া হয়। শুরুতে সেতু প্রকল্পে রেল চলাচলের সুবিধা ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেল সুবিধা যুক্ত করে চূড়ান্ত নকশা প্রণয়নের নির্দেশনা দেন। এর মধ্যেই সরকার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়।

২০১০ সালের মধ্যে নকশা চূড়ান্ত হওয়ায় পরের বছর জানুয়ারিতে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। সংশোধনীতে প্রথমবারের মতো প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে সেতু বিভাগ। এর মধ্যে সেতুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি অন্যতম। শুরুতে মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ধরা হয়েছিল ৫ দশমিক ৫৮ কিলোমিটার। পরে তা বৃদ্ধি করে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার করা হয়। প্রথম ডিপিপিতে সেতুর ৪১টি স্প্যানের মধ্যে তিনটির নিচ দিয়ে নৌযান চলাচলের ব্যবস্থা রেখে নকশা করা হয়েছিল। পরে ৩৭টি স্প্যানের নিচ দিয়ে

নৌযান চলাচলের সুযোগ রাখার বিষয়টি যুক্ত করা হয়। প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে বেশি ভার বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন রেল সংযোগ যুক্ত করা হয়। কংক্রিটের বদলে ইস্পাত বা স্টিলের অবকাঠামো যুক্ত হয়। সেতু নির্মাণে পাইলিংয়ের ক্ষেত্রেও বাড়তি গভীরতা ধরা হয়। বাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ব্যয়ও।

নকশা চূড়ান্ত হওয়ার পর ২০১১ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাইকা ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) সঙ্গে ঋণচুক্তি সই করে সরকার। কিন্তু নির্মাণকাজের তদারক করতে পরামর্শক নিয়োগে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে বিশ্বব্যাংক। এরপর একে একে সব অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুত অর্থায়ন স্থগিত ঘোষণা করেন।

২০১২ সালের ৯ জুলাই মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অবশ্য ২০১৪ সালে তদন্ত শেষে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জানিয়ে দেয়, দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ২০১৭ সালে কানাডার টরন্টোর এক আদালত জানান, পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত প্রমাণ পাননি তাঁরা।

২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে আরও তিন দফা ডিপিপি সংশোধন করা হয়। এর মধ্যে ২০১৬ সালের সংশোধনীতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত সেই ব্যয়ের পরিমাণই বহাল আছে।

২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতু নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ৭ ডিসেম্বর।

এরপর প্রথমবার ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিয়ারের ওপর বসানো হয় ‘৭ এ’ স্প্যানটি। এটি বসানো হয় সেতুর জাজিরা প্রান্তে। সর্বশেষ ৪১ নম্বর স্প্যান (স্প্যান ২-এফ) বসে ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর। এর মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় সেতুর পুরো ৬ হাজার ১৫০ মিটার। আর প্রায় সূচনার দুই দশক পর আগামী ২৫ জুন চালু হতে যাচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু।

সূত্র: বাংলা নিউজ ২৪

সবচেয়ে বেশি বাড়ল খোলা তেলের দাম

বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে মিল মালিকদের বৈঠকের পর সব ধরনের তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১৬০ টাকা বিক্রি হলেও এখন থেকে ৩৮ টাকা বাড়িয়ে প্রতি লিটার ১৯৮ টাকায় বিক্রি হবে। এছাড়া সবচেয়ে বেশি বাড়নো হয়েছে খোলা তেলের দাম। আগে খোলা তেল ১৩৬ টাকায় প্রতি লিটার বিক্রি হলেও নতুন দাম অনুযায়ী ১৮০ টাকায় বিক্রি হবে। অর্থাৎ খোলা তেলে দাম লিটার প্রতি ৪৪ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া ৪২ টাকা বাড়িয়ে পাম তেলের দাম করা হয়েছে ১৭২ টাকা। যা আগে ছিল লিটার প্রতি ১৩০ টাকা

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স ও বনস্পতি ম্যানুফাচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ৫ লিটার বোতলজাত সয়াবিন বিক্রি হবে ৯৮৫ টাকায়। এছাড়া খোলা সয়াবিন তেল ১ লিটার ১৮০ টাকা ও পাম তেল ১ লিটার বিক্রি হবে ১৭২ টাকায়।

এক বছর আগেও বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটার ছিল ১৩৪ টাকা করে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি তা নির্ধারণ করা হয় ১৬৮ টাকায়। ব্যবসায়ীরা মার্চ থেকে লিটারে আরও ১২ টাকা বাড়িয়ে ১৮০ টাকা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার রাজি না হলে সেদিন থেকে বাজারে সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়।

এরপর সরকার ভোজ্যতেল উৎপাদন ও বিক্রির ওপর থেকে ভ্যাট পুরোপুরি আর আমদানিতে ৫ শতাংশ রেখে বাকি সব ভ্যাট প্রত্যাহার করে নেয়। পরে গত ২০ মার্চ লিটারে আট টাকা কমিয়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ঠিক করা হয় ১৬০ টাকায়। সেদিন ৫ লিটারে ৭৯৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৭৬০ টাকা এবং খোলা সয়াবিনের দাম ১৪৩ টাকা থেকে কমিয়ে ১৩৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

জানা গেছে, সয়াবিন তেলের বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দেশের বাজারে মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স ও বনস্পতি ম্যানুফাচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে তেল

পরিশোধনকারী কোম্পানির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর বিকালে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

ট্রেনের ঈদ টিকিট বিক্রি শুরু, স্টেশনে উপচেপড়া ভিড়

ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। শনিবার সকাল ৮টায় রাজধানীর কমলাপুর, বিমানবন্দর, তেজগাঁও ও ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়, চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

আজ দেওয়া হচ্ছে ২৭ এপ্রিলের টিকেট।

শনিবার সকালে কমলাপুর রেলস্টেশনে গিয়ে দেখা যায় টিকিটের জন্য যাত্রীর উপচেপড়া ভিড়। স্টেশনের ১৬টি কাউন্টারের সামনেই দীর্ঘ লাইন।

রেল স্টেশনের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুদ সারওয়ার জানান, তারা প্রতিদিন প্রায় ২৭ হাজার টিকিট বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। এই টিকেটের অর্ধেক স্টেশনের কাউন্টারে এবং বাকি অর্ধেক অনলাইনে বিক্রি হওয়ার কথা।

তিনি জানান, যতক্ষণ টিকিট থাকবে, ততক্ষণ যাত্রীরা টিকেট পাবেন। কাউন্টারের পাশাপাশি অনলাইনেও টিকিট দেওয়া হচ্ছে।

রাবেয়া নামে এক কর্মজীবী নারী জানান, তিনি রাত ১০ টা থেকে অপেক্ষা করে টিকেট পেয়েছেন রংপুরের। পরিবারের চারজনের টিকেট নিয়েছেন তিনি।

দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই-সাইফুজ্জামান শিখর এমপি

দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। বহুমুখী মানবকল্যাণ সংস্থা ও সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়ের যৌথ আয়োজনে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ উপলক্ষে শনিবার বিকেলে মাগুরা শহরের সৈয়দ আতর আলি রোডে এক বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বহুমুখী মানবকল্যাণ সংস্থার সভাপতি ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. সাইফুজ্জামান শিখর। এসময় তিনি বলেন, জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রুপান্তরিত করার নানামুখি প্রয়াস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিয়েছেন। সে প্রয়াস থেকেই প্রতিটি ব্যক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহা পরিচালক শেখ রফিকুল ইসলাম। বহুমুখী মানবকল্যাণ সংস্থার নির্বাহী সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক আহমেদ পিপুলের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলাম, সমাজ সেবার মাগুরার উপ পরিচালক আসাদুল ইসলাম ।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, সাংবাদিক সমিতির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, সমাজসেবার ঝিনাইদহ উপ পরিচালক আব্দুল লতিফ প্রমুখ।

একইসাথে বহুমুখী মানবকল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া অফিসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরার তিনজন কম্পিউটার এবং

ড্রাইভিং প্রশিক্ষনার্থী তাদের অভিব্যক্তির কথা ব্যক্ত করেন। তারা আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দসহ কয়েকশত বেকার নারী ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।
এ কর্মসূচীর আওতায় মাগুরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলায় ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিকস এবং কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন কোর্স চালু হয়েছে। ৫ জেলার ২৩ টি উপজেলার ৬ হাজার জন ৬ শত নারী ও পুরুষকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

নাপা সিরাপে নয়, মায়ের পরকীয়ার জেরে ২ শিশুকে হত্যা!

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার আলোচিত দুই শিশুর মৃত্যু নাপা সিরাপ খেয়ে নয়। পরকীয়ার জেরে বিষ মেশানো মিষ্টি খাইয়ে তাদের মা লিমা বেগম তাদেরকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় লিমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ) মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন।

তিনি জানান, এ ঘটনায় নিহত দুই শিশুর বাবা ইসমাঈল হোসেন বাদী হয়ে বুধবার মাঝরাতে লিমা বেগম ও তার পরকীয়া প্রেমিক সফিউল্লার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। পরে মামলায় আটক লিমাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। লিমা পুলিশের কাছে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় লিমার প্রেমিক সফিউল্লাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

লিমার স্বীকারোক্তির বরাত দিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন আরও বলেন, আশুগঞ্জের একটি চালকলে কাজ করেন লিমা। তার স্বামী কাজ করেন ইটভাটায়। চালকলে কাজ করার সুবাদে আরেক শ্রমিক সফিউল্লার সঙ্গে লিমার পরিচয় হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পরে তারা বিয়ে করারও সিদ্ধান্ত নেন। পূর্বপরিকল্পনার অংশ হিসেবে মিষ্টির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দুই শিশু ইয়াছিন ও মোরসালিনকে খাইয়ে হত্যা করেন মা লিমা বেগম। মৃত্যুর ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নাপা সিরাপের রিঅ্যাকশন হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু লিমার আচরণে প্রথমেই পুলিশের সন্দেহ হয়। অধিকতর জিজ্ঞাসার পর লিমা হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১০ মার্চ আশুগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের ইসমাঈল হোসেনের দুই ছেলে ইয়াছিন ও মোরসালিন নাপা সিরাপ খেয়ে মারা যায় বলে অভিযোগ তোলেন আত্মীয়-স্বজনরা।